দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে উপস্থাপিত গবেষণাসন্দর্ভ সংক্ষিপ্তসার

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২২

দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

‘দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা’ শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে আমার লক্ষ্য বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ‘দান’ বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখপূর্ব্বক তার বিচার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা । এই উদ্দেশ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে গবেষণাপত্রের সমগ্র আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে সাতটি অধ্যায়ে, যেখানে দান বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সহ জৈন, বৌদ্ধ দর্শনসহ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম তথা আদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বাণিজ্য সংস্থাগুলির দানক্রিয়ার উল্লেখ হয়েছে ।

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতাসহ উপনিষদে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও বিধি বিষয় । এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে মোক্ষ বা মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ধর্মীয় সদাচারে দান প্রসঙ্গ । সেখানে দেখা যায়, দান অন্যতম প্রশংসনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য রূপে নির্দেশিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ে নিন্দামূলক মনোভাবও উল্লিখিত হয়েছে । দান বিষয়ক এইরূপ ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য কীরূপ ? তা এই আলোচনায় বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ‘দেবতা’এই পদটিরও ব্যাপকার্থে উল্লেখ হয়েছে ।

মনুসংহিতা অংশে দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বর্ণধর্মানুসারী কর্ত্তব্য কর্ম ও জীবিকা ব্যবস্থায় দানের গুরুত্ব। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মেধাতিথিভাষ্যে বর্ণিত ব্যক্তির ‘নৈমিত্তিক দানাধিকার’ । সাময়িক প্রদান প্রকৃত অর্থে দান পদবাচ্য কীনা ? এই প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান, ব্রহ্মজ্ঞান দান , দানের পাত্র ও অপাত্র নির্ধারণের বিধি বিষয় ও প্রতিগ্রহ দান । বিশুদ্ধ ব্যক্তির (যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন করেন) কাছ থেকে দান গ্রহণ করাই শাস্ত্রে ‘প্রতিগ্রহ দান’রূপে বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রতিগ্রহের গ্রহীতা, দাতা, তাদের বিশুদ্ধতা বা সামর্থ্য বিধি ও নৈতিক শর্ত ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে । দান বিষয়ে গ্রহীতার সামর্থ্য বিচার্য্য হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিধি-বর্হিভূত দানেরও সমর্থন করে বলা হয়েছে - যাঞ্চাকারীর যাঞ্চানুসারে কিছুমাত্র হলেও দান করা উচিৎ। কোন যুক্তিতে এইরূপ বিধি-বর্হিভূত দানের সমর্থন করা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, ভিক্ষা দান প্রসঙ্গ এবং ব্রহ্মজ্ঞান দান বিষয়ে মনুসংহিতার অবস্থান । দানের ফললাভ বিষয়ে মনুসংহিতার নির্দেশ, দুঃখজীবি স্বজনকে অবহেলা করে যে

লোক পরজনে দাতা তার দান পরিণামে বিষময়, তীর্থে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দানও সেইরূপ । মনুসংহিতায় দান প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রাধান্য পেয়েছে শূদ্রদের দানাধিকার প্রসঙ্গের আলোচনা এবং অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বর্ণিত অপশূদ্রাধিকরণ প্রসঙ্গ । কী অর্থে মনুসংহিতায় শূদ্রদের জন্য বেদ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে, এইরূপ নির্দেশের দার্শনিক তাৎপর্য্য কীরূপ এবং তার প্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার কী পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখতে চেষ্টা করেছি ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতা ধরে আলোচনা করেছি যাচিত অযাচিতরূপে দানের দ্বিবিধ প্রকার , দান সম্পর্কে দাতারূপে'দুস্কার্য্যকারী'দের নিষেধ ও গ্রহীতার বিধিবিষয় । এই প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ দান রূপে ব্রাহ্মণকে দান এবং 'সম্পূর্ণ' ও 'অসম্পূর্ণ' পাত্রভেদে শ্রেষ্ঠ দানের বিচার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা । আলোচিত হয়েছে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে দান প্রসঙ্গ, দানের গুরুত্ব ফল বিষয়ে অন্নদান ও অযাচিত দানের প্রাধান্য এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাস, অত্রি, হারীত, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতার সমর্থন ।

উপনিষদে আলোচিত হয়েছে, বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান প্রসঙ্গ। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিষ্যের উদ্দেশ্যে আচার্য্যের উপদেশ দান, দান বিষয়ক বিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে দান মাত্রেই পূণ্যফলদায়ক নয় । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাজা বাজশ্রবশের দানকাহিনী ও পুত্র নচিকেতার আশঙ্কা । আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে জীবের অন্তঃকরণ বা চিত্তশুদ্ধি তথা চিত্তের স্থিরতা এবং ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের 'প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ' এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে নির্দেশিত হয়েছে , 'দ দ দ দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি' তত্ত্ব । উপনিষদে অন্নদান ও প্রাণদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসহ ঐজাতীয় দানের মূলে রয়েছে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের ভূমিকা তাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান । এই অধ্যায়ে দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কিছু দানক্ষেত্র যেখানে প্রচলিত অর্থসহ ব্যাপকার্থে দান শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে । আলোচনা করেছি মোক্ষার্থে দানের গুরুত্ব বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতার মত । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, মুক্তি লাভের লক্ষ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মার্গের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি

আত্মনিবেদনের সহায়করূপে যজ্ঞ এবং দানের ভূমিকা । আলোচিত হয়েছে, যজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার এবং সেই বিষয়ে দানের গুরুত্ব । স্বর্গাদি ফললাভের জনকরূপে দান নামক কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ও সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভেদে দানের ত্রিবিধ প্রকার প্রসঙ্গ। কৌটিল্যের অর্থনীতিতে আলোচিত হয়েছে রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে রাজার ষাড়গুণ্য বিধির প্রয়োগ, দান উপায়, কৌশল ইত্যাদি ।

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, অনাগারী বা শ্রমণ এবং আগারী বা শ্রাবক সমাজের এই দুই সম্প্রদায়ের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যরূপে পঞ্চমহাব্রত এবং অণুব্রতে শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়ের দান ভূমিকা ও তার গুরুত্ব । বিশেষ ভাবে অস্তেয় এবং অপরিগ্রহব্রতে দানভূমিকা । অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্মের তত্ত্বার্থসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে , 'অহিংসা' নীতি অভ্যাসের একটি অন্যতম মাধ্যম হল দান । কারণ একজন ব্যক্তি যখন অপরের প্রয়োজনে নিজ বিষয়ের অধিকার বা স্বত্ববোধের পরিত্যাগ করবেন তখন সেই বিষয়ে তার স্বার্থ মনোভাবের সংযম হবে যা হিংসার ত্যাগ ব্যতীত আর কিছু নয় । নিত্য কর্ত্তব্য , অতিরিক্ত ব্রতরূপে গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতের বিভিন্ন বিভাগ ও তার গুরুত্ব । দানের প্রকার প্রসঙ্গে আহার, ঔষধ, বিদ্যা ও অভয় দানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব । দানের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, নির্দেশিত সাতটি পদ্ধতি । জৈন দানতত্ত্বের এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন প্রাণিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে বর্ণিত জীব বৈচিত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস এবং কর্ম ও নীতি উপযোগবাদের সহাবস্থান ।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা । শ্রমণ পরম্পরার অন্যতম অপর একটি দর্শন হল বৌদ্ধ দর্শন । বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ । বুদ্ধদেবের ধর্মবিষয়ক মত, উপদেশাবলী ও বাণীগুলি সংকলিত করে যে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয় , তার নাম দেওয়া হয় ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ হলো সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক । ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণরূপে তা বৌদ্ধ সাহিত্য নামেও অভিহিত হয়েছে । বৌদ্ধসাহিত্যে দান বিষয়ক আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ সাধনার প্রারম্ভিক অঙ্গরূপেই দান - এর উল্লেখ করা হয়েছে । দানক্রিয়া প্রজ্ঞালাভের সহায়ক এবং প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায় । দানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি নির্বাণ লাভ করা না গেলেও পরোক্ষভাবে দান নির্বাণলাভের পথ সুগম করতে পারে । 'দান' শব্দটির অর্থ হল সকল স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানীয় বস্তু প্রদান করার সচেতন ইচ্ছা । কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত বা প্রাপ্ত পার্থিব স্থাবর কিংবা অস্থাবর

- সম্পত্তির প্রতি সচেতনভাবে নিজের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই হল দান । দান সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই নির্দেশিত হয়েছে 'দানধম্ম' এবং 'ধম্ম দান' বিষয়ক উপদেশাবলী । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সাধারণ সংসারী বা গৃহী এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু সমাজ ব্যবস্থার দুটি প্রধান শ্রেণীর পারস্পরিক অনোন্য নির্ভরতার সম্পর্ক । আলোচনা করা হয়েছে, দাতার মানসিকতা, দানীয় বিষয়, দানের সময়, গ্রহীতার প্রকারভেদে দানের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে । আলোচিত হয়েছে সঙ্ঘদান ও 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' প্রসঙ্গ । অতিদান যে নিস্ফল নয় সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মিলিন্দপ্রশ্নের কথা ।

পঞ্চম অধ্যায় ইসলামধর্মে দান । এই প্রসঙ্গে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত এবং আলোচিত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন বা স্বরূপগত । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীন কর্ত্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম' সম্পাদন করেন । দানের প্রকার সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে এর দ্বিবিধ ভাগ বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান এবং ঐচ্ছিক দান । সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে প্রথম প্রকার দানটি 'জাকাত' এবং দ্বিতীয় প্রকারটি 'সাদাকা' নামে উল্লিখিত হয়েছে । জাকাত দানের গ্রহীতা হতে পারেন কারা ? সমাজে এই জাকাত এবং সাদাকা দানের প্রভাব কীরূপ ? এই সকল প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়েছে । এছাড়াও দানের প্রকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য কয়েকটি 'দান' যেমন - উশ্র, খুমস্, ইদ্ - উল - ফিতর, ইদ্ -উদ্ - জোহা ইত্যাদি বিষয়ে। যেগুলি - উক্ত দুই প্রকার দান ব্যবস্থার বৃহৎ পরিসরের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত । সমাজচিত্রে এইরূপ দানতত্ত্বের প্রভাব প্রসঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে দানক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মে ও সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান না করে জনগণের হিতসাধন বা জন কল্যাণের মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করার এক প্রয়াস ।

ষষ্ঠ অধ্যায় - এর শিরোনাম খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে অপরের সাহায্যে কোন কিছু দেওয়াই হল দান । এখানে 'দান' শব্দটির অর্থ হল পরম ভালবাসা যেখানে স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকবেনা, থাকবেনা সমাজের নিয়ম নীতিজনিত কোন দায়বদ্ধতা, থাকবে শুধু অন্তরের আকুতি । এইরূপ ব্যবহারে খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে 'দান' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, অন্যের হিত সাধন, মঙ্গল সাধনের কথা । যা ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বরূপেও নির্দেশিত হয়েছে । অসহায়ের প্রতি সাহায্যদানের উপদেশে একপ্রকার আন্তরিক বাধ্যতাবোধের

উল্লেখ খ্রীষ্ট ধর্মের অনুশাসনেও পাওয়া যায় । দান বিষয়ে যে আন্তরিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুসাসনে নির্দেশিত হয়েছে সেইরূপ দায়বদ্ধতামূলক দান প্রসঙ্গ উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতায় প্রচলিত পটলাচ্ প্রথায় 'উপহার দান' ও 'বিনিময় উপহার দান' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । খ্রীষ্ট ধর্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্মের ক্ষয় সাধন এবং শুচিতা প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'উৎসর্গ' দান প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম অন্যান্য সভ্যতায় বর্ণিত পশু বলিদান ও তার পদ্ধতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ হয়েছে । সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের লক্ষ্যে দানের ফল বিষয়ে আলোচিত হয়েছে প্রচারহীন দানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠ দান প্রসঙ্গ ।

সপ্তম অধ্যায় : দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস । দর্শনে বিশেষতঃ নীতিদর্শনে যে উপযোগিতা তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায় , তা মুলতঃ হিতসাধনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যের হিতসাধনে যা উপযোগী কিংবা আরও সুনিশ্চিত করে বলা হয়, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ হিত সাধনের উপযুক্ত তাই উপযোগী । যার প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে অন্যের মঙ্গল সাধন বা হিতসাধন নির্ধারিত বা ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা যে সবক্ষেত্রেই স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতে পারে এমন নয় এবং এই মর্মে বিভিন্ন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে। যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত দান ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও 'দান' নামেই অভিহিত হয় । এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন দান প্রসঙ্গ এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনী বিধির প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব । দান সম্পর্কে এইরূপ হিত সাধনের নীতির মূলে অন্যতম প্রধান আদর্শ হল পরার্থবাদ । তাই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে উপসংহার অংশে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বর্ণিত এইসকল দান ব্যবহারের উল্লেখসহ সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বাণিজ্য সংস্থাগুলির দানক্রিয়ার উল্লেখ এবং এর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্বিক দিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে । দান প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কীরূপে তাদের মধ্যে এইরূপ পরার্থবাদী আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করছে সেই বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি ।